দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 01 FEB 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৬ ...

বইমেলা প্রতিদিন

মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলা শুরু হচ্ছে আজ। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। গতকালের ছবি • আমাদের সময়

আজ শুরু একুশে গ্রন্থমেলা

চপল মাহমুদ •

বাঙালির মেধা ও মননের প্রতীক 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'র শুরু আজ। বরাবরের মতো এ বছরও ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকেই বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শুরু হচ্ছে এ মেলা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, বিকাশ, বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ধারায় অনন্য সংযোজন গ্রন্থমেলা। লেখক-প্রকাশক-পাঠকের এ মিলনমেলা আজ বিকালে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভাষা-সংগ্রামের প্রেরণায় উজ্জীবিত এ মেলা মুখর হয়ে উঠবে পাঠক-লেখকের পদচারণায়। বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক বাংলা একাডেমির আয়োজনে মেলায় অংশ নেবে দেশের প্রায় সব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। বই প্রকাশ, প্রদর্শনী ও বেচা-কেনার এক বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে চলবে মাসব্যাপী এ বইমেলা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : আজ বিকালে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। সভাপতিত্ব করবেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। এ ছাড়াও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সম্মানিত বিদেশি অতিথি লেখক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এগনিস মিডোস (যুক্তরাজ্য), ড. জয়েস অ্যাসডনটেনটেক্স

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

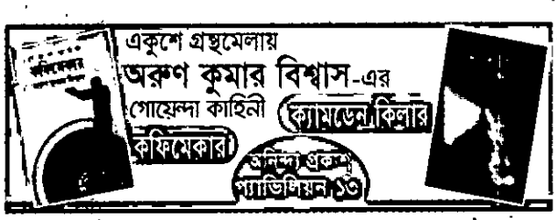

আজ শুরু একুশে গ্রন্থমেলা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) (ক্যামেরুন), ইব্রাহিম এলমাসরি (মিসর), অরনে জনসন (সুইডেন) প্রমুখ। গ্রন্থমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৭ প্রদান করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর হাতে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত আলোকচিত্রে বাংলা একাডেমির ইতিহাস এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ গ্রন্থ দুটি তুলে দেওয়া হবে। উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী গ্রন্থমেলা পরিদর্শন করবেন।

বইমেলায় অনুষ্ঠান আয়োজন : ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৪টায় গ্রন্থমেলার মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে সেমিনার। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-সমকালীন প্রসঙ্গ এবং বিশিষ্ট বাঙালি মনীষীর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া মাসব্যাপী প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে বাংলা একাডেমি শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন, সাধারণ জ্ঞান ও উপস্থিত বক্তৃতা এবং সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

অন্যান্য পুরস্কার : অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ২০১৭ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্য থেকে গুণগতমান বিচারে সেরা গ্রন্থের জন্য প্রকাশককে 'চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার' এবং ২০১৭ গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্য থেকে শৈল্পিক বিচারে সেরা গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ৩টি প্রতিষ্ঠানকে 'মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' দেওয়া হবে। এ ছাড়া ২০১৭ সালে প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্য থেকে গুণগত মান বিচারে সর্বাধিক গ্রন্থের জন্য ১টি প্রতিষ্ঠানকে 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার' এবং এ বছরের মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে স্টলের নান্দনিক সাজসজ্জায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত প্রতিষ্ঠানকে 'কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হবে। এবারের গ্রন্থমেলায় বাংলা একাডেমি প্রকাশ করছে নতুন ও পুনর্মুদ্রিত ১৪১টি নতুন বই।

সাহিত্য সম্মেলন : গ্রন্থমেলা উপলক্ষে ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনে স্বাগতিক বাংলাদেশসহ ফ্রান্স, স্পেন, নেপাল, শ্রীলংকা, ভারতসহ ৮টি দেশের ১৫ জন কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করবেন।

মেলায় প্রবেশ ব্যবস্থা : গ্রন্থমেলায় টিএসসি ও দোয়েল চত্বর দিয়ে দুটি মূল প্রবেশপথ, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ৩টি পথ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রবেশ ও বাইরের ৬টি পথ থাকবে। বিশেষ দিনগুলোতে লেখক, সাংবাদিক, প্রকাশক, বাংলা একাডেমির ফেলো এবং রাষ্ট্রীয় সম্মাননাপ্রাপ্ত নাগরিকদের জন্য প্রবেশে থাকবে বিশেষ ব্যবস্থা। মেলা কেন্দ্র করে বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতর ও চারপাশে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। মেলায় প্রবেশ ও বাইরে আলাদা গেট থাকবে। এর উদ্দেশ্য– দর্শনার্থী বের হওয়ার সময় শ্লীলতাহানি বা ধাক্কাধাক্কির ঘটনা যেন না ঘটে। প্রবেশ গেটে আর্চওয়ে লাগানো হয়েছে। পুলিশ সদস্যরা মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে আগতদের তল্লাশি করবেন। দর্শনার্থীরা ভ্যানিটি ব্যাগ, ব্যাকপ্যাক, ধারালো অস্ত্র এবং দাহ্য পদার্থ নিয়ে আসতে পারবেন না।

বইমেলা পরিদর্শনে সংস্কৃতিমন্ত্রী : সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর গতকাল বিকাল ৩টায় গ্রন্থমেলা পরিদর্শনে আসেন। এ সময় গ্রন্থমেলা নিয়ে সাংবাদিকদের মন্ত্রী বলেন, প্রতিবার বইমেলার শুরুতে দেখা যায়, কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার পর বাংলা একাডেমি, প্রকাশক, ক্রেতা সবাই মিলে ম্যাজিকের মতো মেলাটিকে গুছিয়ে ফেলেন। মেলাপ্রাঙ্গণে স্টল নির্মাণ এখনো অসম্পূর্ণ থেকে গেলেও মেলা শুরু হতেই সব কাজ শেষ হয়ে যাবে। কোথায় যেন একটা ম্যাজিক কাজ করে। নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে আসাদুজ্জামান নূর বলেন, পুলিশ ও র‍্যাবের সঙ্গে একাধিক বৈঠকের পর অমর একুশে গ্রন্থমেলার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি আমরা।

বইমেলার শেষ প্রস্তুতি : বাংলা একাডেমি চত্বর ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের নির্দিষ্ট জায়গায় স্টল সাজানোর প্রস্তুতি প্রায় শেষ। তুলির শেষ টান, ঠুকঠাক শব্দ আর বই সাজানোর ধুম পুরো মেলা চত্বরকে করেছে রঙিন। তবে এখনো কিছু কাজ বাকি, যা মেলার সৌন্দর্য কয়েকদিন বিঘ্নিত করবে। এর পরও লেখক-পাঠকের এ মহাসম্মিলনকে ঘিরে নতুন প্রচ্ছদ তৈরি, ছাপা আর বই বাঁধাইয়ের কারিগরদের রাত-দিন চলছে ব্যস্ততা।

বইমেলার সময়সূচি : এ বছর গ্রন্থমেলার সময়সূচি বাড়ানো হয়েছে। গ্রন্থমেলা ১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। ছুটির দিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত মেলা চলবে।